ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৪৭৯
আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি, ২০২০

ত্রিপুরা খুব দ্রুত বিকাশের পথে এগোচ্ছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

সমাজের প্রতি চিকিৎসকদের দায়বদ্ধতা রয়েছে। কারণ মানবজাতি চিকিৎসকদের ভগবানের মর্যাদা দিয়েছেন। আজ আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য শাখার দুদিন ব্যাপী ১৯তম বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, নিজের মধ্যে উদ্যম, পেশাদারি মনোভাব সমাজের যে কোন ব্যক্তিকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে তেমনি এরূপ মনোভাব নিয়ে কাজ করলে চিকিৎসকরাও সমাজকে প্রভাবিত করতে পারেন। এরফলে সমাজে ইতিবাচক বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। তাই সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের ইতিবাচক ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, চিকিৎসকরা যে যেই জায়গায় কর্তব্যরত বা দায়িত্বে রয়েছেন রোগীদের চিকিৎসার পাশাপাশি সামাজিক দিক দিয়েও তাঁদের দায়বদ্ধতা রয়েছে। চিকিৎসকদের মধ্যে অহংকার নয়, তাদের স্বাভিমানি হওয়া দরকার। স্বাভিমানিতাই মানুষকে জীবনের সাফল্যের শিখরে নিয়ে যায় বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা খুব দ্রুত বিকাশের পথে এগুচ্ছে। মানুষের মনোভাব পরিবর্তিত হচ্ছে। দায়বদ্ধতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার মানসিকতা গড়ে উঠছে। এইগুলিই রাজ্যের উন্নয়নকে তরান্বিত করে। প্রবৃদ্ধির হার বাড়াতেও সাহায্য করে। কিন্তু বিগত ৪০ বছর যাবৎ বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, কেন্দ্রীয় বঞ্চনা এই শব্দগুলি শোনা যেত। বর্তমানে তার পরিবর্তন হয়েছে। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য পরিকাঠামোগত উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে রাজ্য সরকার ।বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিতে রাজ্য সরকারের সাফল্যের চিত্র তুলে ধরেন। রাজ্যের গণবন্টন ব্যবস্থায় ই-পি ডি এস-এর ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ সাফল্য পাওয়া গেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই ক্ষেত্রে সারা দেশের প্রথম তিনটি রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরা অন্যতম। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির ক্ষেত্রেও অনলাইন ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। জনধন অ্যাকাউন্ট কার্যকর করা হয়েছে। এরফলে গরীব মহিলাদের নগদ অর্থ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যে কোন দেশের কৃষ্টি সংস্কৃতির মাধ্যমে অন্য দেশের সাথে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতি অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী। যদিও মোঘল এবং ইংরেজদের দীর্ঘ শাসনকালে এদেশের কৃষ্টি সংস্কৃতিতে আঘাত হানার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতি আজও উজ্জ্বল। তিনি বলেন বর্তমানে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাষ্ট্র প্রেম ভাবনায় দেশকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও সংসদে আওয়াজ তুলেছেন পাক অধিকৃত কাশ্মীরও আমাদের চাই।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, ১৯তম বার্ষিক সম্মেলনের চেয়ারপার্সন অনুষ্ঠানের সভাপতি ডা. মানিক সাহা, দেশের বিশিষ্ট সার্জন ডা. এস এম বালাজী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন ডিরেক্টর ডা. এস এন চৌধুরী। ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন ডা. ভাস্কর রায় বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত একটি স্মরণিকার আবরণ উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের ন্যাশনাল ওরাল হেলথ প্রোগ্রাম সেল ত্রিপুরার দন্ত চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।

*****